দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 15 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১......

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে ঘাপলা চাই না

শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক পাওয়া, যথাসময়ে তা প্রকাশ, বিতরণ বা বিপণনের কাজ সম্পন্ন করার গুরুত্ব কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। কাজটি নতুন নয় এবং প্রতিবছরই করণীয় বিধায় এটা বিঘ্নিত বা বিপর্যস্ত হবার কোন কারণ থাকা উচিত নয়। তবু প্রতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে শিক্ষার্থীদের সময়মতো বই প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। সরকার, টেক্সট বুক বোর্ড, প্রকাশক ও বিতরণ-বিপণনকারীদের নানা কর্মকাণ্ড; মতবিরোধ-দ্বন্দ্ব ইত্যাদির ফলে প্রায় প্রতিবছরই পাঠ্যবই নিয়ে নানা বিভ্রান্তি, সঙ্কট, কৃত্রিম সঙ্কট, ঘাপলা, অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার অভিযোগ শোনা যায়। হয়রান ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিরীহ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ, ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিক্ষা। এক পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে আরেক পক্ষের লাভবান হবার কথা। সেই পক্ষটি কারা—এ প্রশ্নের জবাব দেশবাসীকে খুঁজে নিতে হবে।

গত শনিবার দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এ মর্মে আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আগামী বছরও পাঠ্যপুস্তক যথাসময়ে যে প্রকাশিত হবে তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কেন এ অনিশ্চয়তা দেখা দিল সে সম্পর্কে প্রতিবেদনে টেক্সট বুক বোর্ডের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা প্রকাশনা প্রক্রিয়া দু'মাস পিছিয়ে দেয়া, প্রাথমিক শ্রেণীর পুস্তক প্রকাশনার টেন্ডার নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও টেক্সট বুক বোর্ডের মধ্যে মতবিরোধ, মন্ত্রণালয় পুস্তক উৎপাদন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে ছয়টি বিভাগীয় সদরে সিডিউল বিক্রি ও টেন্ডার জমা নেয়ার নির্দেশ দিলেও বোর্ড কর্তৃক তা অনুসরণ না করা, মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিডিউল অনুমোদনের দীর্ঘ দেড় মাস পরে বোর্ড কর্তৃক টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং 'একটি বিশেষ আবেদনের' কারণে টেন্ডার জমাদানের সময়সীমা বোর্ড কর্তৃক সাত দিন বাড়িয়ে দেয়া। এর ফলে এ বছর পুস্তক মুদ্রণের কার্যাদেশ দেয়াই সম্ভব হবে না আগস্টের শেষ সপ্তাহের আগে।

মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাথমিক শ্রেণীর পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে যে নির্দেশটি প্রদত্ত হয়েছিল তা বোর্ডের অনুসরণ না করার কারণটি অজ্ঞাত। তবে বিকেন্দ্রীকরণ নির্দেশ অনুসৃত না হওয়ায় লাভবান হবে ঢাকাকেন্দ্রিক প্রকাশক ও মুদ্রকদের সেই গোষ্ঠীটি, যারা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও মুদ্রণের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালব্যাপী একচেটিয়া ব্যবসা করে এসেছে। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, টেক্সট বুক বোর্ড এ মহলটির ইচ্ছা পূরণ করেছে। গত বছর উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পুস্তক প্রকাশের নিয়ম করায় পুস্তক প্রকাশক ও মুদ্রক নামধারীদের একচেটিয়া ব্যবসা ভেঙ্গে পড়ায় ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই পাঠ্যবই হাতে পেয়েছিল। এবার নাকি সেই নিয়মটিও বাতিলের চেষ্টা চলছে এবং ঢাকার পুস্তক প্রকাশক ও মুদ্রকদের একটি গোষ্ঠীর দাবি অনুযায়ী তাদের সমিতির সদস্য ছাড়া অন্য কাউকে টেন্ডারে অংশ নিতে না দেয়ার কথা বোর্ড ভেবে দেখছে। এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম গ্রহণের ব্যাপারে বোর্ড কোন্ নীতি ও কার স্বার্থ বিবেচনাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে— তা জানতে পারলে ভাল হয়। সিডিউল বিক্রি, প্রায় দুই মাস বিলম্ব করে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, টেন্ডার জমাদানের সময় বৃদ্ধি, টেন্ডার বিকেন্দ্রীকরণের নিয়ম পরিবর্তনের প্রয়াস— এসব বিষয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত ছাত্রছাত্রী, তাদের অভিভাবকবৃন্দ ও দেশের সার্বিক স্বার্থ প্রভাবিত হলে আপত্তির কিছু থাকে না।

কিন্তু জনকণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদনটির আলোকে ধারণা অন্য রকমই হয়। বিশেষত প্রকাশনা প্রক্রিয়া যখন ইতোমধ্যেই প্রায় দু'মাস পিছিয়ে গেছে এবং যার ফলে গুদামে জমে গেছে বাড়তি কাগজ। বাড়তি ভাড়ায় নতুন গুদাম ভাড়া নিতে হয়েছে। কাগজ ভর্তি বার্জ দু'মাস ধরে অপেক্ষা করছে নারায়ণগঞ্জে, সেজন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে, স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় কাগজ খালাস করা যাচ্ছে না। ভাণ্ডার কর্মকর্তাদের বদলির আদেশ ও শর্তাবলী নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিভ্রান্তি, গুদাম থেকে কাগজ চুরির সুযোগ; আমাদের মতে, টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিষয়টির প্রতি জরুরী মনোযোগ দেয়া দরকার। অপচয় রোধ ও কোন্ কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের স্বার্থে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বিলম্বিত হতে দেয়া কোনক্রমেই উচিত হবে না।